অধ্যায়
১

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা

১.১ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা পরিচিতি

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে কৃষি সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরুর ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইংরেজ শাসনামলে ১৮৭০ সালে কৃষি বিভাগ সৃষ্টির পর থেকে অবিভক্ত ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত আমাদের বঙ্গীয় জনপদে ধাপে ধাপে কৃষি ক্ষেত্রে নানা উন্নতি সাধিত হতে থাকে। ইতিহাসের পালাবদল এবং সময়ের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কাজে লাগিয়ে সনাতন কৃষি কর্মধারা আজকের আধুনিক কৃষির স্তরে উন্নীত হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনায় এ দেশের কৃষক সমাজ তথা আপামর জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে আধুনিক কৃষিব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষির প্রতিষ্ঠানগুলির কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। তিনি কৃষি সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় কৃষক পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সেবার পরিধি বিস্তৃতি, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, উন্নত বীজ, সারসহ উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা জোরদার করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে "প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন" (টি এন্ড ভি) পদ্ধতি নামে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারায় একটি নতুন কর্মপদ্ধতি চালু হয়।

এক্সইন (Axinn) ১৯৮৮ সনে ৮টি বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মধারার উল্লেখ করেন যা পৃথিবীর নানা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেছে (পরিশিষ্ট ১)। কর্মধারাগুলো হল:

১. সাধারণ বা সনাতন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা
২. পণ্যভিত্তিক কর্মধারা
৩. প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মধারা
৪. অংশগ্রহণমূলক কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা
৫. প্রকল্পভিত্তিক কর্মধারা
৬. খামার ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মধারা
৭. সম্প্রসারণ ব্যয় ভাগাভাগি/শেয়ারিং কর্মধারা
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মধারা।

সময় ও চাহিদার নিরিখে সম্প্রসারণ সেবার ফলপ্রসূতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এক্সইন বর্ণিত ৮টি সম্প্রসারণ কর্মধারার সমন্বিত রূপের সঙ্গে আরও কিছু বাস্তবধর্মী কর্মপদ্ধতি সংযোজন পূর্বক নব্বই দশকের মধ্যভাগে প্রবর্তন করে *"সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা" [Revised Extension Approach (REA)]।*

১.২ সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা (Revised Extension Approach)

সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'য় রয়েছে- নিয়মানুবর্তিতা, বটম-আপ, সুশৃংখলা, মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, কৃষক-সম্প্রসারণ-গবেষণার সেতুবন্ধন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, অংশীদারিত্ব, কৃষক গ্রুপের সঙ্গে কাজ করা ও কৃষকের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের সুযোগ। এ কর্মধারা কৃষকের চাহিদাভিত্তিক, চাহিদার আলোকে মৌসুমী ও বার্ষিক কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়নভিত্তিক, নারী কৃষকসহ সকল শ্রেণির কৃষক ও কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সহিত কর্ম সম্পাদনভিত্তিক, পরিবেশ বান্ধব ও জবাবদিহিমূলক। এ কর্মধারায় জবাবদিহির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রয়েছে পরিচ্ছন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রণালী। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা' প্রবর্তনের পর হতেই এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটিয়ে 'নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' (পরিশিষ্ট ২) ও অধিদপ্তরের 'মিশন' বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র সঙ্গে ই-সম্প্রসারণ সেবা যুক্ত করে এটিকে আরও আধুনিকায়ন ও সমৃদ্ধশালী করা হয়েছে। 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র সঙ্গে ই-সম্প্রসারণ সেবা যুক্ত হওয়ার ফলে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে উপর্যুপরি নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে এবং এর প্রভাবে অদূর ভবিষ্যতে কৃষি ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে।

ইতোমধ্যে "নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬" হাল-নাগাদ করে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৬ (খসড়া) প্রণীত হয়েছে। অধিদপ্তরের 'মিশন' ও হাল-নাগাদ করা হয়েছে এবং সময়োপযোগী 'ভিশন' রচিত হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভিশন (রূপকল্প)

'ফসলের টেকসই
ও
লাভজনক উৎপাদন'

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মিশন (অভিলক্ষ্য)

'টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, বিকেন্দ্রীকৃত, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সকল শ্রেণির কৃষকের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ'।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর "নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬" এর আলোকে "সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা" সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিদপ্তরের 'ভিশন' ও 'মিশন' অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবে।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মধারা'র উন্নয়ন হতেই থাকেবে। সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ অবিরাম পরিবর্তন প্রক্রিয়া। ভবিষ্যৎ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এটিকে আরও নমনীয় ও গ্রহণযোগ্য করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১.৩ সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র নীতিমালা

"সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা" অতি কার্যকর ও ফলপ্রসূ সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিত করতে পারে। এ কর্মধারায় মূলত নিম্ন বর্ণিত ৫টি নীতিমালা রয়েছে:

- বিকেন্দ্রীকরণ
- লক্ষ্য স্থিরকরণ
- কৃষকের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান
- বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহার এবং
- কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সহিত কাজ করা।

১.৩.১ বিকেন্দ্রীকরণ

কৃষি পরিবেশ, খামার পদ্ধতি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, কৃষকের চাহিদা, ফসল উৎপাদনের উপযোগিতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি বাজার সংযোগ, পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি স্থান ভেদে ভিন্নতর। এ কারণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পরিকল্পনা, বাজেট, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যাদি অধিদপ্তরের সর্ব স্তরে যথা– ব্লক, উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত করেছে।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্থানীয়ভাবে দ্রুত সমস্যা সমাধান, চাহিদামাফিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জবাবদিহি, গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ কৃষকের দোরগোড়ায় প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং প্রশাসনের প্রতি স্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধিদপ্তরের প্রশাসনিক স্তরভিত্তিক বিকেন্দ্রীকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১.৩.১.১ ব্লক পর্যায়

প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা তার ব্লকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য সার্বিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। নিজ দায়িত্ব বলে তিনি ব্লকে কারিগরী তথ্যের আদান-প্রদানসহ উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। ব্লকে বিকেন্দ্রীভূত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

- কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ ও চাহিদার আলোকে ব্লক পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন
- কৃষকের চিহ্নিত সমস্যার সমাধান
- মাইক্রো-সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যক্তি কৃষক/কৃষক গ্রুপ/কৃষক সংগঠনকে সহায়তা প্রদান
- খামার ব্যবস্থাপনা ও উন্নত চাষ পদ্ধতিতে সহায়তা

- গুণগতমানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ মনিটরিং ও কৃষকের দোরগোড়ায় সার্বক্ষণিক বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ
- ব্লক পর্যায়ে দাপ্তরিক (কৃষি পরামর্শ কেন্দ্র) কার্যাদি পরিচালনা ও তথ্যাদি সংগ্রহ/সংরক্ষণ
- স্থানীয় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত সমন্বয় এবং অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্বকরণ
- সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা প্রদান
- কৃষক গ্রুপ/সংগঠনকে কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে শক্তিশালীকরণে ভূমিকা পালন।

১.৩.১.২ উপজেলা পর্যায়

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মৌলিক স্তর উপজেলা পর্যায়। প্রণীত পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত যথাসময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ/সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব।

উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

- কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ চূড়ান্তকরণ
- সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ
- মানসম্পন্ন কৃষি সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি
- এলাকা উপযোগী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ
- সম্প্রসারণ সেবার মান বৃদ্ধিকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- ব্লক পর্যায় অমীমাংসিত কারিগরী সমস্যার সমাধান
- কৃষকের দোরগোড়ায় মান-সম্পন্ন কৃষি উপকরণ সার্বক্ষণিক প্রাপ্তির ব্যবস্থা
- সার/বীজ পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
- কৃষি উপকরণ মনিটরিং ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ
- উপজেলা কৃষি কারিগরী সমন্বয় কমিটি (ইউটিসি) এর সভা/পরিকল্পনা কর্মশালার আয়োজন
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তাদের সহিত সমন্বয়
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা।

১.৩.১.৩ জেলা পর্যায়

জেলা পরিসীমার মধ্যে সকল প্রকার সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের তদারকি, কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমস্যার সমাধান, জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কার্যকর দায়িত্ব পালনের অধিকারী। জেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- জেলা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা তৈরি

- উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত পরিকল্পনাসমূহ কারিগরী দিক থেকে উন্নতমান সম্পন্ন কিনা এবং কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে প্রণীত কিনা তা পর্যবেক্ষণ/পর্যালোচনা ও যাচাই
- সম্প্রসারণ কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ
- অনুমোদিত সকল সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ
- জেলা পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকাণ্ডে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা
- অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের সহিত সমন্বয়
- ব্লক ও উপজেলা পর্যায়ে কৃষকের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা সৃষ্টি

১.৩.১.৪ অঞ্চল পর্যায়

অঞ্চলের অধিভুক্ত সকল জেলা, উপজেলা ও ব্লকসমূহে সম্প্রসারণ সেবাসহ সকল প্রকার কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা অঞ্চলে পর্যায়ে অর্পিত।

অঞ্চলে বিকেন্দ্রীভূত সম্প্রসারণ কার্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- উপজেলা ও জেলা পরিকল্পনাসমূহের মান যাচাই, পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও অনুমোদন
- ব্লক, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সম্প্রসারণ কার্যাদির তদারকি ও সফল বাস্তবায়নে সর্বতো প্রচেষ্টা প্রয়োগ
- সম্প্রসারণ কৌশলাদি ও কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা/জেলাসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান
- ব্লক/উপজেলা/জেলা পর্যায়ের সকল অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান
- বাস্তবায়িত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের কারিগরী নিরীক্ষা সম্পাদন
- সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সকল কর্মকাণ্ডে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা ও সমন্বয় রক্ষা।

১.৩.১.৫ কৃষি প্রশিক্ষায়তন/হর্টিকালচার সেন্টার/উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ

সার্বিকভাবে ডিএই অধীনস্থ মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তর যেমন– কৃষি প্রশিক্ষায়তন/হর্টিকালচার সেন্টার/মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্রসমূহের মান উন্নয়ন করে কার্যাবলি বিকেন্দ্রীভূত করেছে। মান উন্নয়ন ও বিকেন্দ্রীকরণের কারণে ডিএই-এর মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের কার্যক্রমে সক্ষমতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১.৩.২ লক্ষ্য স্থির করা

সকল কৃষক পরিবার একই শ্রেণিভুক্ত নহেন। কৃষক পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের তথ্যচাহিদা, সমস্যা এবং সক্ষমতা ভিন্নতর। এ প্রেক্ষাপটে এমনভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হবে যাতে সকল শ্রেণির কৃষক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সকল শ্রেণির কৃষকদেরকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সুতরাং সকল শ্রেণির কৃষকের সমস্যা নিরূপণ ও প্রকৃত চাহিদা চিহ্নিত করে শ্রেণিভিত্তিক আনুপাতিক হারে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড নির্বাচন করতে হবে এবং তদানুযায়ী সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কৃষকের নিম্লোক্ত শ্রেণিবিন্যাস বিবেচ্য:

- নারী কৃষক
- তরুণ, যারা ভবিষ্যতের কৃষক
- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক
- বড় ও মাঝারি কৃষক
- ভূমিহীন পরিবারের সদস্য, যাদের কৃষি জমি নেই তবে বাস্তুভিটা সংলগ্ন কিছু জমি আছে বা অন্যের জমি চাষ করেন (বর্গাচাষী)।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সরকারিভাবে স্বীকৃত খামার আয়তনভিত্তিক কৃষক পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস অনুসরণ করে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

সারণি: ১ খামার আয়তনভিত্তিক কৃষক পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস

জমির পরিমাণের ভিত্তিতে কৃষক পরিবারের শ্রেণিবিন্যাস	কৃষক পরিবারের শ্রেণি (শতকরা হার)
ভূমিহীন পরিবার (যারা ০.০২ হেক্টরের কম জমি চাষ করেন)	২৮.০
প্রান্তিক কৃষক পরিবার (যারা ০.০২ থেকে ০.২ হেক্টর জমি চাষ করেন)	৪০.২
ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার (যারা ০.২ থেকে ১.০ হেক্টর জমি চাষ করেন)	১৬.৩
মাঝারি কৃষক পরিবার (যারা ১.০ থেকে ৩.০ হেক্টর জমি চাষ করেন)	১৪.০
বড় কৃষক পরিবার (যারা ৩.০ হেক্টরের অধিক জমি চাষ করেন)	১.৫
মোট	১০০

উৎস: বিবিএস ২০১৩

সারণি ১ এ দেখা যায় যে বাংলাদেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৮৫% এক হেক্টরের কম জমি চাষ করেন। সুতরাং কৃষি সম্প্রসারণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারসমূহকে বিশেষভাবে লক্ষ্যীভূত করে কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে। লক্ষ্য স্থিরকরণ প্রক্রিয়ায় কৃষক পরিবারসমূহকে নিম্লোক্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে:

- ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য উপজেলা ও জেলা কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে
- নারী পরিবার প্রধান এবং গ্রামীণ কৃষক পরিবারের অন্য নারীদের জন্য উপজেলা ও জেলা কর্মসূচিতে নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত করে
- মাঠকর্মীগণ যাতে প্রতিদিন নারী ও পুরুষ কৃষকের সঙ্গে কাজ করেন তা নিশ্চিত করে

- নির্দিষ্ট শ্রেণির কৃষকের জন্য যথাযথ প্রযুক্তি নির্বাচন করে
- নির্দিষ্ট শ্রেণির কৃষক গ্রুপ/কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে সম্প্রসারণ কর্মীদের উৎসাহিত করে
- কৃষি বাজার সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের চাহিদা বিবেচনা করে
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত কৃষকের চাহিদা বিবেচনা করে
- সাপ্লাই চেইন/ভ্যালু চেইন (supply chain/value chain) সংশ্লিষ্ট কৃষকের চাহিদা বিবেচনা করে
- রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনকারী কৃষকের চাহিদা বিবেচনা করে ইত্যাদি।

১.৩.৩ কৃষকের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান

"সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা"র একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল কৃষকেরকে চাহিদাভিত্তিক সেবা প্রদান। সেহেতু সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন বা যে কোন সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কাজ হল কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ (FINA)। কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

- **উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার ডায়েরি:** প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা দৈনন্দিন কাজের বিবরণ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন। কৃষকের সমস্যা বা চাহিদা লিপিবদ্ধকরণের জন্য ডায়েরিতে পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করা রয়েছে। এ ডায়েরি থেকে কৃষকের চাহিদা বা সমস্যার বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। এ ডায়েরি কৃষকের চাহিদা নিরূপণ ও যাচাইয়ের সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়।
- **সমস্যা নিরূপণ:** কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সহিত মত বিনিময় সভায় কৃষকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা সমষ্টিগত সমস্যা বা চাহিদা চিহ্নিত করা প্রচলিত প্রথা এবং প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা নিরূপণের উত্তম ব্যবস্থা।
- **অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA):** এটি হচ্ছে বিশেষ আনুষ্ঠানিক একটি কৌশল যার মাধ্যমে কৃষক/কৃষক গ্রুপের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অনুশীলন প্রক্রিয়ায় কৃষকের প্রকৃত সমস্যা/চাহিদা নিরূপণ করা যায়। তবে এটি অনেক সময় ক্ষেপণ ও ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রক্রিয়া। এতে সম্প্রসারণ কর্মীর দক্ষতারও প্রয়োজন হয়।
- **অন্যান্য সংস্থার সংগে পরামর্শ:** ব্লক, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটিতে মত বিনিময় করে এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পরামর্শক্রমে কৃষকের সমস্যা বা তথ্যচাহিদা নিরূপণ করা যায়।

কৃষকের সমস্যা চিহ্নিতকরণ বা তথ্যচাহিদা নিরূপণ হয়ে গেলে পরবর্তী কাজ হচ্ছে– উপজেলা পর্যায়ে কৃষকের শ্রেণিভিত্তিক সমস্যার একটি মাস্টার তালিকা প্রস্তুতকরণ ও সমস্যার অগ্রাধিকার প্রণয়ন, অতঃপর শ্রেণিভিত্তিক কৃষকের আনুপাতিক হার বিবেচনায় রেখে সমস্যার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান।

১.৩.৪ বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির ব্যবহার

সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্বাচনে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের ধরন ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য মাঠকর্মীদের উৎসাহিত করে, এগুলো হল:

- গণমাধ্যম: যেমন- টেলিভিশন, বেতার, খবরের কাগজ, মুদ্রিত সামগ্রী ইত্যাদি
- লোকজ মাধ্যম: যেমন- জারি গান, পথ নাটক ইত্যাদি
- কৃষি মেলা: যেমন- প্রযুক্তি হস্তান্তর মেলা, ফল মেলা ইত্যাদি
- দলীয় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন- মাঠ দিবস, দলীয় আলোচনা, উঠান বৈঠক ইত্যাদি
- আনুষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণ ও কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনা
- একক সম্প্রসারণ পদ্ধতি: যেমন- প্রদর্শনী স্থাপন, ব্যক্তিগত সংযোগ, মাঠ পরিদর্শন ইত্যাদি
- আইসিটি বা ই-সম্প্রসারণ সেবা: যেমন- মোবাইল এ্যাপ, এসএমএস, ওয়েব সাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেস বুক, কৃষকদের সঙ্গে ফেস বুক গ্রুপ তৈরি) ইত্যাদি

উপযোগিতা যাচাইয়ের ভিত্তিতে সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহারের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

- **গ্রহণ প্রক্রিয়া:** গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একেকটি সম্প্রসারণ পদ্ধতি একেক রকম ভূমিকা পালন করে, যেমন- অধিদপ্তর যদি কৃষকদেরকে কোন কিছু জানাতে চায় যা তাদের কাছে মোটামোটি পরিচিত তাহলে বেতার বা লিফলেট উপযুক্ত মাধ্যম হতে পারে। অপর দিকে, একটি নতুন বিষয় সম্বন্ধে কৃষকদেরকে কোন কৌশল শেখাতে হলে মুখোমুখি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন- পদ্ধতি প্রদর্শনীই উপযুক্ত।
- **ব্যয়সাশ্রয়িতা:** সম্প্রসারণ পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয়সাশ্রয় করা যেতে পারে, যেমন- একজন সম্প্রসারণ কর্মী যদি একটি সম্প্রসারণ পদ্ধতি একজন কৃষকের জন্য ব্যবহার না করে ১০ জন বা ততোধিক কৃষকের জন্য ব্যবহার করেন তাহলে কৃষক প্রতি খরচ কম হবে।
- **লক্ষ্য স্থিরকরণ:** সকল কৃষকের জন্য একই সম্প্রসারণ পদ্ধতি উপযুক্ত না-ও হতে পারে, যেমন- একদল পুরুষ কৃষকের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা বেশ সহজ কিন্তু একদল নারী কৃষকের জন্য বসতবাড়িতে দলীয় আলোচনা সভার আয়োজন অধিক উপযুক্ত।
- **সমন্বিত সম্প্রসারণ কার্যক্রম:** কোনও একটি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য একই সঙ্গে একাধিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন- প্রদর্শনীর সংগে মাঠ দিবস সংযুক্তকরণ, দলীয় আলোচনা সভায় মুদ্রিত সামগ্রী (লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদি) ব্যবহার।
- **আইসিটি বা ই-সম্প্রসারণ সেবা:** বর্তমান ডিজিটাল যুগে আইসিটি বা ই-সম্প্রসারণ সেবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ- মোবাইল এ্যাপ, এসএমএস, ওয়েব সাইট, সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমন- ফেস বুক, কৃষকদের সঙ্গে ফেস বুক গ্রুপ তৈরি) ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে সকল কৃষকের মাঝে বিশেষ করে পশ্চাৎপদ এলাকার কৃষকের মাঝে সহজেই সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়া যায়।

১.৩.৫ কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে কাজ করা

কৃষক গ্রুপ/সংগঠনের সঙ্গে কাজ করার উদ্দেশ্য হল– একই সঙ্গে অনেক কৃষকের সঙ্গে কাজ করা। একই সঙ্গে অনেক কৃষকের সঙ্গে কাজ করলে নানাবিধ সুফল অর্জন করা যায়, যেমন–

- একই সঙ্গে অনেক কৃষকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন যায় এবং একই সঙ্গে অনেক কৃষকের কাছে সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়া যায়
- কোন একজন কৃষকের আজকের সমস্যা আগামী দিনে অনেকের সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে, কৃষক গ্রুপ বা সংগঠনের সঙ্গে কাজ করলে গ্রুপের সকলেই আগাম সতর্ক বার্তা পেয়ে যেতে পারেন

- যারা ব্যক্তিগতভাবে সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণের সুযোগ পান না তাদের জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা
- গ্রুপ বা সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করলে কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্কিয়া সৃষ্টি হয়, সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্ভব নয় এমন সব সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়
- কৃষক গ্রুপ বা সংগঠনের সঙ্গে কাজ করলে ব্যয় সাশ্রয় হয়
- এতে সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং গ্রুপের সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মিথষ্কিয়ার ফলে সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়
- এতে কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণে এবং উপযুক্ত সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড নির্বাচনে সুবিধা হয়
- কৃষক গ্রুপ বা সংগঠনের সহিত কাজ করলে কৃষকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

১.৪ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চক্রে সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারার প্রয়োগ

"সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা"র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সম্প্রসারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রথম শর্ত- কৃষকের তথ্যচাহিদা নিরূপণ। কৃষকের চিহ্নিত চাহিদা পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। পরিকল্পনা প্রণয়নের পরবর্তী ধাপ কর্মসূচি বাস্তবায়ন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করা যায়। মূল্যায়ন কার্যক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন/বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সতর্ক থাকা যায়।

নিম্নের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চক্রে "সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা"র প্রয়োগ দেখানো হয়েছে:

চিত্রঃ ১ সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চক্র

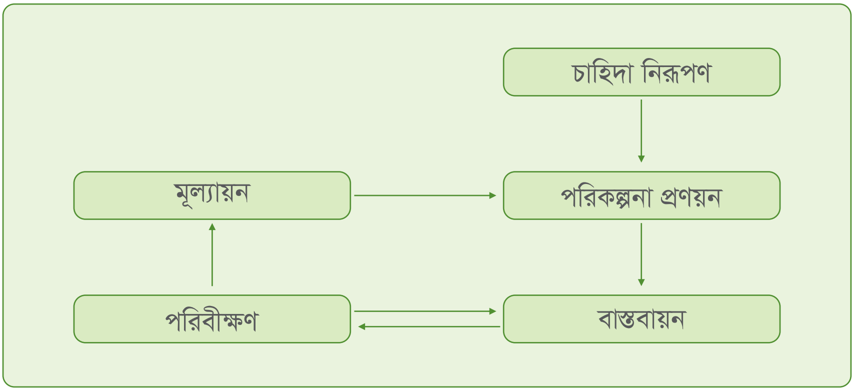

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চক্রের ৫টি ধাপ রয়েছে

- **চাহিদা নিরূপণঃ** পরিকল্পনা চক্রের প্রথম ধাপ কৃষকের সমস্যা চিহ্নিতকরণ বা তথ্যচাহিদা নিরূপণ। তথ্যচাহিদা নিরূপণ না করে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হলে তা বিশেষ কোন কাজে আসবে না। কারণ সেবা প্রদান কৃষকের চাহিদা উপযোগী হবে না।

- **পরিকল্পনা প্রণয়ন:** চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয় এবং কৃষকের চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়।
- **বাস্তবায়ন:** পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নের পূর্বে প্রণীত পরিকল্পনা পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা সম্পন্ন করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড কার্যকর ও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা চক্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- **পরিবীক্ষণ:** পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য পরিবীক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানাবিধ প্রক্রিয়ায় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে, যেমন- বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে, সংরক্ষিত তথ্য বা রেকর্ডপত্র নিরীক্ষণ করে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ইত্যাদি।
- **মূল্যায়ন:** মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা অথবা কর্মকাণ্ডগুলো যথাযথ ছিল কিনা তা যাচাই করা হয় এবং প্রকল্পের সফলতার মাত্রা নিরূপণ করা হয়। কোন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি বা ত্রুটি থাকলে তা বিশ্লেষণ পূর্বক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

১.৫ সম্প্রসারণ কর্মধারা'র ফলপ্রসূ কার্যকারিতার জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি

সম্প্রসারণ কর্মধারা'র ফলপ্রসূ কার্যকারিতার জন্য অনুসরণীয় শর্তাবলি নিম্নরূপ:

- সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি
- প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা
- প্রযুক্তি প্রয়োগের উপযোগিতা যাচাই
- নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও অধিকার সংরক্ষণ
- কৃষক শ্রেণি নির্বিশেষে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান
- কৃষকের সামর্থ যাচাইয়ান্তে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান
- ব্যয়সাশ্রয়িতা।

১.৬ সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচিতে 'সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা'র নীতি অনুসরণ

সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ সব প্রকল্প/কর্মসূচি নানামুখী সম্প্রসারণ কর্মধারা'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে কৃষকেদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যা সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বিশৃংখলার কারণ হিসেবে দেখা দিবে। তাছাড়া কৃষকদেরকে চাহিদাভিত্তিক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশয়ও সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সকল প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একক কর্মধারা হিসেবে "সংশোধিত সম্প্রসারণ কর্মধারা"র প্রয়োগ ঘটানো হবে এবং এর নীতিমালা যথারীতি অনুসরণ করা হবে কেননা নানামুখী কর্মধারা অনুসরণের কারণে সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গতিশীলতা ব্যাহত হতে পারে।